4033 - আশুরা দবিস উদযাপন কংিবা আশুরার মাতম করার বধিান কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আশুরা উপলক্ষে মানুষ চোখে সুরমা দয়ে, গোসল কর, মহেদেি লাগায়, মুসাফাহা কর, দানাদার খাদ্য রান্না কর, খুশি প্রকাশ করে ইত্যাদি করার বধিান কি? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে কি কোন সহহি হাদসি বর্ণতি হয়ছে; নাকি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কি বদিআত নয়? আবার অপর গোষ্ঠী যা করে থাকে- মাতম, দুঃখ প্রকাশ, তৃষ্ণার্ত থাকা, চৎিকার-কান্নাকাটি করা, বুকরে কাপড় খুলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা– এগুলোর কি কোন ভত্তিি আছ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

শাইখুল ইসলামকে এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তনিি বলনে: সমস্ত প্রশংসা বশি্ব জাহানরে প্রতপিালক আল্লাহর জন্য। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে কংিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থকেে কোন সহহি হাদসি বর্ণতি হয়নি। মুসলমি ইমামদরে কউে, কংিবা চার ইমামরে কউে কংিবা অন্য কোন আলমে এসব কাজকে মুস্তাহাব বলনেনি। বর্ণনা নর্িভর গ্রন্থগুলোতে এ ব্যাপারে কছিু নইে; না আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে; না তাঁর সাহাবীবর্গ থকেে, না তাবয়েীগণ থকেে; না আছে সহহি কোন রওেয়ায়তে; না আছে দুর্বল কোন বর্ণনা। না আছে সহহি কোন হাদসি গ্রন্থ; না আছে সুনান শ্রণেীর গ্রন্থগুলোতে; না আছে মুসনাদ শ্রণেীর গ্রন্থগুলোতে; উত্তম প্রজন্মগুলো থকেে এ সংক্রান্ত কোন হাদসি জানা যায় না। তব, পরবর্তীতে কছিু ব্যক্তি এ বষিয়ে কছিু হাদসি বর্ণনা করছেনে। যমেন- য ব্যক্তি আশুরার দনি সুরমা লাগাব সে ব্যক্তি ঐ বছর চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হব না। য ব্যক্তি আশুরার দনি গোসল করব সে ব্যক্তি ঐ বছর আর অসুস্থ হব না। এ ধরনরে আরও অনকে হাদসি। আশুরার দনি নামায পড়ার অনকে ফজলিতও তারা বর্ণনা করছেনে। তারা বর্ণনা করছেনে য, এই দনি আদম (আঃ) তওবা করছেনে; এই দনি নূহ (আঃ) এর কস্তিি জুদি পর্বতে নঙ্গর করছে; এদনি ইউসুফ (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে ফরিে এসছেনে; এই দনি ইব্রাহমি (আঃ) কে আগুন থকেে মুক্ত করা হয়ছে; এই দনি ইসমাইল (আঃ) এর বদলে বকরী জবাই করা হয়ছে ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামে একটি বানোয়াট হাদসি তারা বর্ণনা করনে: য ব্যক্তি এ আশুরার দনি তাঁর (নবীর) পরবিাররে কারো সচ্ছলতা এনে দবিে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবনে।

এরপর শাইখুল ইসলাম ইরাকের কুফাতে বসবাসরত দুইটি পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে আলোচনা করেন; যারা আশুরার দিবসকে তাদের বিদআত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসব হিসেবে গ্রহণ করত। এ দুই দলের একদল হচ্ছে-রাফেজি; যারা আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত দেখায়; আর ভিতরে ভিতরে তারা হয়তো ধর্মত্যাগী মুরতাদ, নয়তো কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জাহেল। আর অপর দল হচ্ছে-নাসেবি; যারা ফিতনার সময় যে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "সাকিফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী জন্মাবে।" মিথ্যাবাদী লোকটি হচ্ছে- মুখতার বিন আবু উবাইদ আল-সাকাফি। সে আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত এবং নিজেকে তাদের পক্ষের লোক হিসেবে প্রচার করত। সে ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যা করে। যে উবাইদুল্লাহ হুসাইন বিন আলী (রাঃ) কে হত্যাকারী সৈন্যদল প্রেরণ করেছিল। পরবর্তীতে এ মুখতার তার মিথ্যা মুখোশ উন্মোচন করে এবং নবুয়ত দাবী করে; বলে যে তার উপর জিব্রাইল ফেরেশতা নাযিল হয়। এক পর্যায়ে যখন ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তার ব্যাপারে জানানো হল। তাদের কোন একজনকে যখন বলা হল: মুখতার বিন আবু উবাইদ দাবী করছে যে, তার উপর জিব্রাইল নাযিল হয়। তখন তিনি বললেন: সে সত্যই বলেছে; আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে জানাব কাদের উপর শয়তানেরা নাযিল হয়? তারা নাযিল হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপীর উপর। অন্যজনকে যখন বলা হল: মুখতার দাবী করছে যে, তার উপর ওহি নাযিল হয়। তিনি বললেন: সে সত্যই বলেছে -"নিশ্চয় শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের প্রতি ওহি (প্রত্যাদেশ) নাযিল করে যাতে তারা তোমাদের সাথে তর্ক করতে পারে।"।[সূরা আনআম, আয়াত: ১২১] আর ধ্বংসকারী হচ্ছে- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফি। সে ছিল আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধি। তাই সে ছিল নাসেবি তথা আহলে বাইতের বিদ্বেষী। আর প্রথমজন ছিল রাফেজি। এ রাফেজি লোকটি ছিল সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও ধর্মত্যাগী। কারণ সে নবুয়ত দাবী করেছিল।

কুফাতে এ দুই দলের মধ্যে কোন্দল ও যুদ্ধ লেগে থাকত। হুসাইন বিন আলী (রাঃ) কে আশুরার দিন হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করেছে- জালিম ও বিদ্রোহী দল। আল্লাহ তাআলা হুসাইন (রাঃ) শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। যেমনিভাবে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন হামযা (রাঃ), জাফর (রাঃ), তাঁর পিতা আলী (রাঃ) প্রমুখ। এ শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ও তাঁর ভাই হাসান (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের নেতা। উচ্চ মর্যাদা পরীক্ষা ছাড়া অর্জন করা যায় না। যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার শিকার হয়? তিনি বললেন: নবীগণ। এরপর নেকেকার ব্যক্তিগণ। এরপর এদের চেয়ে দ্বীনদারিতে যারা নিম্ন পর্যায়ের তারা। এরপর তাদের চেয়ে দ্বীনদারিতে নিম্ন পর্যায়ে যারা তারা। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনুপাতে তাকে পরীক্ষা করা হয়। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনেক মজবুত হলে পরীক্ষার তীব্রতা বাড়ানো হয়। দ্বীনদারি হালকা হলে পরীক্ষা সহজ করা হয়। মুমিনকে পরীক্ষায় ফেলতে ফেলতে এক পর্যায়ে মুমিন ভূপৃষ্ঠে হেঁটে বেড়ায় অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না।[তিরমিযি ও অন্য গ্রন্থকারগণ হাদিসটি সংকলন করেছেন] হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বেই উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত ছিল। তাঁদের উত্তম পূর্বসূরি যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা তত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তাঁরা

দু'জনরে জন্ম হয়ছেলি ইসলামরে জয় জয়কার সময়ে। সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে তাঁরা বড় হয়ছেনে। মুসলমানরো তাঁদরে দুজনকে শ্রদ্ধা সম্মান করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান তখনও তাঁদরে পূর্ণ বুঝ হয়নি। তাই তাদরে উপর আল্লাহ তাআলার নয়োমত হচ্ছে তনিি তাদরেকওে পরীক্ষায় ফলেলনে; যাতে তারা তাদরে পূর্বসূরদিরে কাতারে এসে যতেে পার। যভোবে তাদরে চয়েে যনিি উত্তম তাঁকওে পরীক্ষা করা হয়ছে। আলী (রাঃ) তাদরে চয়েে উত্তম। তাঁকে হত্যা করে শহীদ করা হয়ছে। হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ডরে ফলে মানুষরে মধ্যে বড় ফতিনা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ছে। এর পূর্বে ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড উম্মতরে বভিক্তকিে আবশ্যকীয় করে তোল। যার ফলমোনুষ যে বভিক্ত হয়ছেে সে বভিক্তি আজো রয়ে গছে। তাই তো হাদসিে এসছে- "যে ব্যক্তি তনি জনিসি থকেে মুক্তি পয়েছেে সে আসলইে মুক্তি পয়েছে: আমার মৃত্যু, একজন ধর্যৈশীল খলফিার হত্যাকাণ্ড এবং দাজ্জাল।"

এরপর শাইখুল ইসলাম হুসাইন (রাঃ) এর জীবনীর কছিু অংশ ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তুলে ধরতে গয়িে বলনে: "তনিি মারা গয়িে আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টতিে স্থান করে নয়িছেনে। অথচ এমন কছিু দল রয়ছেে যারা হুসাইন (রাঃ) এর সাথে পত্র আদান প্রদান করে প্রয়োজনরে সময় তাঁকে সমর্থন দয়োর ও সহযোগতিা করার প্রতশ্রিুতি দয়িছেলি। কন্তিু তারা সে প্রতশ্রিুতি রক্ষা করনেি। তনিি যখন তাদরে কাছে তাঁর ভাতজিাকে পাঠালনে তারা তাদরে প্রতশ্রিুতি রাখনেি। শুধু তাই নয় তারা তাঁর পক্ষ নয়িে লড়াই করার পরবির্তে তাঁর বরিুদ্ধে অবস্থান নয়িছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর মত হুসাইন (রাঃ) এর বচিক্ষণ শুভাকাংখীগণ তাঁকে সসেব প্রতশ্রিুতি গ্রহণ না করতে ও তাদরে কাছে না যতেে পরামর্শ দয়িছেলিনে। তাদরে দৃষ্টভিঙ্গি ছলি তাদরে নকিট যাওয়াতে কোন কল্যাণ নইে, এর পরণিতি শুভ হবে না। তারা যা বলছেনে সটোই ঘটছে। তাকদীর তো আল্লাহর পক্ষ থকেে পূর্বনর্িধারতি। যখন হুসাইন (রাঃ) তাদরে কাছে পৌঁছে দখেলনে পরস্থিতি সম্পূর্ণ ভন্নি; তখন তনিি ফরেত চলে যাওয়ার কংিবা কোন সীমান্ত চকতিে আশ্রয় নয়োর কংিবা তাঁর চাচাত ভাই ইয়াজদি এর সাথে দখো করার সুযোগ চাইলনে। কন্তিু তারা বন্দি হসিবেে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে কোন সুযোগ দতিে রাজি হল না। এক পর্যায়ে তারা তাঁর বরিুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপয়িে পড়ল। তনিওি তাদরে বরিুদ্ধে লড়ে গলেনে। অবশষেে তারা তাঁকে ও তাঁর পক্ষরে লোকজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে শহদি করল। আল্লাহ তাআলা এই শাহাদাতরে মাধ্যমে তাঁকে আহলে বাইতরে পুতপবত্রি পূর্বসূরদিরে সাথে একত্রতি করলনে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সাথে যারা অন্যায় করছে ও সীমালঙ্ঘন করছে তাদরেকে অপমানতি অপদস্থ করলনে। এই ঘটনা মানুষরে মধ্যে অকল্যাণকে অনবির্য করে তুলছে। একদল মানুষ- জাহলে ও জালমে পরণিত হয়ছে। অপর একদল হয়ছে- নাস্তকি মুনাফকি। অপর একদল হয়ছে- পথভ্রষ্ট বভি্রান্ত। পথভ্রষ্ট দলটি তাঁর প্রতি ও আহলে বাইতরে প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত। তারা আশুরার দনিকে মাতম, দুঃখপ্রকাশ ও ক্রন্দনরে দনি হসিবেে গ্রহণ করত। এই দনিে তারা জাহলেি রীতততিে গালে চড় মারা, বুকরে আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা ও জাহলেি রীতততিে শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি চর্চা কর। অথচ সদ্য ঘটতি বপিদ মুসবিতরে ক্ষত্রেে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নর্িদশে হচ্ছে- ধর্যৈ ধারণ করা, বপিদকে সওয়াব অর্জনরে মওকা হসিবেে গ্রহণ করা ও ইন্নালল্লিাহ... বলা। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَإِذَاأَصَابَتْهُمْمُصِيبَةٌقَالُوا إِنَّالِلَّهِوَإِنَّاإِلَيْهِرَاجِعُونَ (156)
أُولَئِكَعَلَيْهِمْصَلَوَاتٌمِنْرَبِّهِمْوَرَحْمَةٌوَأُولَئِكَهُمُالْمُهْتَدُونَ

(অর্থ- তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা বিপদে পতিত হলে বলে:ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সান্নধ্যিে আমরা ফিরে যাবো)। এদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত নাযিল হয় এবং এরা সুপথপেরচিালতি।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫] সহিহ হাদসিে এসছে- "যে ব্যক্তি গালে চপটোঘাত করে, বুকের আচ্ছাদন খুলে ফলেে (অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে) ও জাহলেী ডাক চিৎকার করে সে আমাদরে দলভুক্ত নয়"। তনিি আরও বলনে: "(বপিদরে সময়) ডাক চিৎকার করে ক্রন্দনকারী, মাথা মুণ্ডনকারী ও পোশাক আশাক ছন্নিবন্নিকারীর সাথে আমার সম্পর্ক নইে"। তনিি আরও বলনে: "যদি বলিাপকারনিী মৃত্যুর আগে তওবা না করে তাহলে কয়োমতরে দনি তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে তার গায়ে থাকবে আলকাতরার পোশাক, শরীররে চামড়া যনে গুটি বসন্তরে বর্ম।" মুসনাদে এসছে-ফাতমো বনিতে হুসাইন তাঁর পতিা হুসাইন (রাঃ) থকেে তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, "যদি কোন ব্যক্তি তার পুরাতন কোন মুসবিতরে কথা স্মরণ করে এবং নতুনভাবে আবার ইন্নালিল্লিাহ... পড়ে তাহলে মুসবিতরে দনি আল্লাহ তাকে যে সওয়াব দয়িছেলিনে আজকওে সে সওয়াব দবিনে।" এটি মুমনিদরে প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তাই হুসাইন (রাঃ) এর মুসবিত এবং অন্য কারো মুসবিতরে কথা স্মরণ হলে মুমনিরে কর্তব্য হচ্ছে- ইন্নালিল্লিাহ... পড়া; যভোবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পড়ার নর্িদশে দয়িছেনে; যাতে করে বপিদরে দনি বপিদাপন্ন ব্যক্তকিে আল্লাহ যভোবে সওয়াব দয়িছেনে তাকওে সে সওয়াব দনে। তাই আল্লাহ তাআলা যদি খোদ বপিদরে সময় ধৈর্য রাখার ও সওয়াবপ্রাপ্তরি নয়িত করার নর্িদশে দনে তাহলে এতকাল পরে ব্যাপারটা কমেন হতে পার!এজন্য পথভ্রষ্ট ও বভি্রান্ত গোষ্ঠী কর্তৃক আশুরার দনিে মাতম করা, বলিাপ ও ডাক চিৎকার করা, শোকাবহ কাসদিা (কবতিা) পড়া, বভিন্নি ঘটনা বর্ণনা করা যগেুলো মথি্যাতে ভরপুর; আর কছিু সত্য হলওে এতে শোককে চাঙ্গা করা ও গোঁড়ামি বাড়ানো ছাড়া কোন ফায়দা নইে- এসব কছিু শয়তানরে প্ররোচনা। এতে করে পারস্পারকি জঘিাংসা বাড়ে, যুদ্ধরে উস্কানি দয়ো হয়, ইসলামপন্থীদরে মাঝে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তীদরেকে গালগিালাজ করার পথ খুলে যায়, দুনয়িাতে মথি্যার ঢাকঢোল ও বশিৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই পথভ্রষ্ট বভি্রান্ত দলটরি মত আর কোন মুসলমি উপদল মুসলমানদরে বরিুদ্ধে মথি্যাচার, পারস্পারকি গোলযোগ সৃষ্টি ও কাফরেদরে সাথে সহযোগতিা করে না। এরা খারজেদিরে চয়েে জঘন্য; যাদরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তারা মূর্তপিূজকদরেকে বাদ দয়িে মুসলমানদরেকে হত্যা করে।" আর এরা আহলে বাইত (নবী পরবিার) ও উম্মতে মুসলমিার বরিুদ্ধে ইহুদি, নাসারা ও মুশরকিদরেকে সাহায্য দয়িছে। তারা বাগদাদে ও অন্যান্য স্থানে আহলে বাইত তথা আব্বাস (রাঃ) এর বংশধরদরে বরিুদ্ধে তুর্কি মূর্তপিূজক ও তাতারি মূর্তপিূজকদরেকে সাহায্য দয়িছে; যারা হত্যাযজ্ঞ, বন্দি ও ঘরবাড়ী ধ্বংস ইত্যাদরি কোন কছিু বাদ রাখনে। মুসলমানদরে উপর এ দলটরি ক্ষতি কোন বাগ্মীর পক্ষওে বর্ণিত করা সম্ভব নয়। এ দলটরি বপিরীতে রয়ছে- আরকে গোষ্ঠী; যারা হয়তবা হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরবিাররে প্রতি বদি্বষেী নাসবেি গোষ্ঠী; অথবা তারা মূর্খ জাহলে মানুষ। এরা অন্যায়রে মোকাবলিায় আরকে অন্যায় করে; মথি্যার মোকাবলিায় মথি্যা বলে, মন্দরে মোকাবলিা করে মন্দ দয়িে, বদিআতরে মোকাবলিা করে বদিআত দয়িে। আশুরার দনি চোখে সুরমা, চুল-দাঁড়তিে মহেদেি লাগানো, পরবিাররে সদস্যদরে জন্য

অতরিক্তি খরচ করা, ভাল খাবারদাবার রান্না করা ইত্যাদি ঈদরে সময় যা যা করা হয় সগেুলোরেমাধ্যমে আনন্দ স্ফূর্তি প্রকাশ করার সপক্ষে তারা কছিু রওেয়ায়তে বানয়িছে। এভাবে এ গোষ্ঠী আশুরাকে ঈদ-উৎসবে পরণিত করছে। আর অপর গোষ্ঠী আশুরাকে মাতম ও শোকাবহ দবিসে পরণিত করছে। এ দুটি দলই বভি্রান্ততিে লপি্ত; এরা সবাই সুন্নতরে বরখলোপকারী। যদওি রাফজেদিরে উদ্দশ্যে-লক্ষ্য অতি জঘন্য, তাদরে অজ্ঞতা চরম পর্যায়ে, তাদরে অন্যায় প্রকাশ্য। কন্তিু আল্লাহ তাআলা সবার সাথে ন্যায় বচিার করার নর্িদশে দয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আমার পরবর্তীতে তোমেরা যারা বঁচেে থাকবে অচরিইে তারা চরম মতানক্যে দখেবে। সে মুহূর্তে তোমোদরে উচতি হবে- আমার আদর্শ ও আমার পরবর্তী খলোফায়ে রাশদো (সুপথে পরচিালতি) এর আদর্শ অনুসরণ করা। তোমেরা এ আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বরং দাঁত দয়িে কামড়ে ধরে থাকবে। আর নবপ্রচলতি বষিয়গুলো থকেে বরিত থাকবে। কারণ প্রত্যকে অভনিব বষিয় বদিআত এবং প্রত্যকে বদিআতই বভি্রান্ত।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কংিবা তাঁর পরবর্তীতে খলোফায়ে রাশদোর কউে আশুরার দনি এসব কছিু, শোকাবহ আচার অনুষ্ঠান কংিবা আনন্দব্যঞ্জক অনুষ্ঠান কোনটি চালু করনেনি। তবে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনিা এলনে তখন দখেলনে ইহুদরিা আশুরার দনি রোজা রাখে তখন তনিি তাদরেকে জজ্ঞিসে করলনে, এর হতেু কি? তারা বলল: এদনি আল্লাহ মুসা (আঃ) কে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থকেে রক্ষা করছেনে; তাই আমরা রোজা রাখি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: মূসা (আঃ) এর প্রতি আমাদরে অধকিার তোমোদরে চয়েে বশেি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদেনি রোজা রাখলনে এবং রোজা রাখার নর্িদশে দলিনে।" জাহলেি যুগে কুরাইশরাও এই দনিকে সম্মান করত।

আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে নর্িদশে এসছেে সটো শুধু ঐ বছররে সে দনিটি রোজা রাখার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হয়। কারণ তনিি মদনিায় এসছেলিনে রবউিল আউয়াল মাসে। পরবর্তী বছর তনিি নজিে আশুরার রোজা রাখলনে ও সাহাবীগণকে রোজা রাখার নর্িদশে দলিনে। এরপর রমজানরে রোজা ফরজ করা হয় এবং রমজানরে রোজার বধিান আশুরার রোজার বধিানকে রহতি করে দয়ে। সে নর্িদশেরে ভত্তিতিে সে দনিরে রোজা রাখা কি ফরজ ছলি নাকি মুস্তাহাব ছলি- এ বষিয়ে আলমেগণ দ্বমিত করনে। তবে সর্বাধকি শুদ্ধ অভমিত হচ্ছ- সদেনিরে রোজা রাখা ফরজ ছলি। পরবর্তীতে যারা এই দনি রোজা রাখতনে তারা মুস্তাহাব হসিবেে রাখতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দনিে সর্ব সাধারণকে রোজা রাখার নর্িদশে দতিনে না; বরং বলতনে, "আজ আশুরার দনি। আমি রোজা রখেছে। তোমেরা যারা রোজা রাখতে চাও রোজা রাখতে পার।" তনিি আরও বলতনে: "আশুরার দনিরে রোজা বগিত এক বছররে গুনাহ মাফ করয়িে দয়ে। আর আরাফার দবিসরে রোজা বগিত ও আগত দুই বছররে গুনাহ মাফ করয়িে দয়ে।"

"তাঁর শষে জীবনে যখন তাঁকে জানানো হল যে, ইহুদরিা এই দনিকে উৎসব দবিস হসিবেে গ্রহণ করে তখন তনিি অভব্যিক্তি প্রকাশ করে বললনে: যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ৯ তারখিওে রোজা রাখব" যাতে ইহুদদিরে বরখলোপ করতে পারনে এবং তাদরে ঈদ-উৎসব পালনরে সাথে সাদৃশ্য হয়ে না যায়। সাহাবায়ে করোম ও আলমেদরে মধ্যে কউে কউে এই দনি রোজা রাখতনে না এবং রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলতনে না। বরং এককভাবে এই দনি রোজা রাখাকে মাকরুহ বলনে। এমন মতামত

কুফার একদল আলমে থকেে বর্ণতি আছ। আলমেদরে মধ্যে কউে কউে এই দনি রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলনে। সঠকি মত হচ্ছ- যে ব্যক্তি আশুরার দনি রোজা রখেছে তার জন্য ৯ তারখিওে রোজা রাখা মুস্তাহাব। কারণ এটাই হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সর্বশষে নর্দিশে। কারণ হাদসিরে কোন কোন সূত্রে তাঁর কথাটি এভাবে বর্ণতি হয়ছে "যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ১০ তারখিরে সাথে ৯ তারখিওে রোজা রাখব"। অতএব, জানা গলে শুধু রোজা রাখার আমলটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারী করছেনে। এ ছাড়া অন্য যা কছিু আছে যমেন- দানাদার কংিবা দানাহীন বশিষে খাবার তরৈী, নতুন পোশাক পরধিান করা, অতরিক্তি খরচ করা, সারা বছররে বাজার সদেনি করে রাখা, বশিষে কোন ইবাদত পালন করা; (যমেন বশিষে নামায, পশু জবাই, সইে দনি রান্না করার জন্য কোরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে রাখা), সুরমা লাগানো, মহেদেি লাগানো, গোসল করা, মুসাফাহা করা, পারস্পারকি দখো সাক্ষাত করা, বশিষে কোন মসজদি বা মসজদিসমূহ যয়িারত করতে যাওয়া ইত্যাদি সব গর্হতি বদিআত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কংিবা তাঁর খলফিাবর্গরে কউে এর কোনটি জারী করনেনি; এমনকি মুসলমি আলমেগণরে কউে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলনেনি। যমেন- ইমাম মালকে, ইমাম ছাওরি, ইমাম লাইছ বনি সাদ, আবু হানফিা, আওযায়ি, শাফয়েি, আহমাদ বনি হাম্বল, ইসহাক বনি রাহুইয়া প্রমুখরে মত কোন ইমাম বা আলমে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলনেনি।

দ্বীন ইসলাম মূলতঃ দুইটি মূলনীতরি উপর প্রতষ্ঠিতি। এক: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। দুই: আমরা আল্লাহর বধিান মোতাবকে তাঁর ইবাদত করব; বদিআত মোতাবকে নয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: "অতএব, যে ব্যক্তি তার রবরে (প্রতপিালকরে) সাক্ষাত কামনা করে, সে যনেআমলে সালহে করে এবং তার রবরে ইবাদতে কাউকে শরীক না করে"[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আমলে সালহে হচ্ছ- যে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসনে, পছন্দ করনে; সটোই শরয়িত ও সুন্নাহ। তাইতো উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) তাঁর দুআতে বলতনে: "হে আল্লাহ, আমার সকল আমল যনে সালহে (সুন্নাহ মোতাবকে) হয়, আপনার জন্য খালসে (একনষ্ঠি) হয় এবং এতে যনে অন্য কারো অংশ না থাকে।[ইবনে তাইময়িার কথা থকেে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]

আল্লাহই সঠকি পথরে দশিারী।